রবীন্দ্র-অর্থনীতি ভারতে গ্রাহ্য হল না কেন

নীলাশিস ঘোষদস্তিদার

ভারতীয় অর্থনীতির একদম প্রাথমিক পাঠ যাঁদেরই নিতে হয়েছে, তাঁরা জানেন স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি মানেই দুই 'মডেল'-এর ব্যাখ্যা ও বিস্তার। একটি নেহরু প্রদত্ত 'নেহরুভিয়ান' মডেল, অন্যটি মহাত্মা গান্ধী প্রণীত 'গান্ধীয়ান' মডেল। বলাবাহুল্য, প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শিত 'নেহরুভিয়ান' মডেলেই ভারত চলতে থাকে নব্বই দশকের গোড়া পর্যন্ত। সেই কারণে এই দুই মডেলের মধ্যে নেহরুর জয়জয়কার। নব্বই থেকে অবশ্য তৃতীয় মডেল চালু হয়েছে। কিন্তু তা কতটা নরসিমহা-মনমোহন, কতটা বিশ্বব্যাঙ্ক প্রণীত তা নিয়ে আপনারা তর্ক করুন, আমার বক্তব্য আলাদা। তৃতীয় মডেলটিও যে অর্থনীতির শেষ কথা নয়, তা আশাকরি আমার মতো ছাপোষা ব্যক্তিমাত্রেরই হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছে, নয় কি! অবিশ্যি, আপনি যদি এম.পি, এম.এল.এ বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হয়ে থাকেন, তবে অধমের কথা অগ্রাহ্যি করতেই পারেন। মুক্ত অর্থনীতিতে শুধু বেসরকারি ক্ষেত্রের চাকুরেদের গলায় করের ফাঁস পরিয়ে 'জনগণের সেবক'রা যেভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ বেতন কমিশন গোছের হরির লুট চালাচ্ছেন, তার সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমী কোন দেশকে আনা দায়। একমাত্র চীনের সঙ্গে তুলনা টানা যায়, যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজি আর কমিউনিস্ট শাসনতন্ত্রের যুগলবন্দীতে কাঁচামালের তুলনায় উৎপন্ন শিল্পপণ্য সস্তা হবার মতো ঘটনা ঘটে, যেখানে 'সেজ'-এ ষোলো ঘন্টা শ্রম দেয় ভূমিহারা শ্রমিক আর পলিটব্যুরো সদস্যরা মার্সিডিজ চড়ে।

যাইহোক, দুই 'মডেল'-এর কথায় ফিরে আসি। 'নেহরুভিয়ান' মডেল নেহরুর সোস্যালিজম - প্রীতির বিকলাঙ্গ সন্তান বললেই হয়। 'গভর্ন' করা ছেড়ে গভর্নমেন্ট সর্বত্র ব্যবসা ফেঁদে বসবে, সব রাষ্ট্রের অধীনে চলবে — ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলবে শাসনতন্ত্র, পড়ুন আমলাতন্ত্রের অঙ্গুলি হেলনে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, 'সোস্যালিস্ট' নেহরু বড় বড় কলকারখানা করদাতাদের পয়সার ফাঁদবার বক্তৃতা দিলেও, সোস্যালিস্ট দেশগুলির মতো প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুনিয়াদী বিষয় একবারে ভুলে রইলেন। এমনকি তদানীন্তন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে কৃষি উন্নয়নের বিষয়টিও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আগে অনাদৃত ছিল। এখানে 'নেহরুভিয়ান' মডেলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কলাটা-মুলোটায় পুষ্ট বাম-অর্থনীতিবিদরা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ঢাক বাজালেও, আশির দশক অবধি ভারতের অর্থনীতির শম্বুকগতির বৃদ্ধিই এর অসারত্ব প্রমাণ করে। মজা হল, এই দুই-আড়াই শতাংশ বৃদ্ধিকে 'সোস্যালিস্ট গ্রোথ' না বলে সেকুলারবাদীরা 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ' বলেন! যাঁরা তর্কে নামবেন, তাঁদের প্রশ্ন করি, প্রতি একটি ইণ্ডিয়ান অয়েল পিছু এমন দশটি হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার গোছের সংস্থায় হাজারো কোটি টাকা ঢালা হয়েছিল কি না, যেখানে কয় দশকেও এক কিলো সার উৎপন্ন হয়নি? আর, আজকের মুক্ত অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মুক্তকচ্ছ অবস্থা কি প্রমাণ করে? জয়রাম রমেশ তো প্রমাণ করে ছাড়লেন এই বলে যে মাইনিং লিজ, আদিবাসী উৎখাতকরণ ইত্যাদি বিষয় তাবৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রেকর্ড এত খারাপ যে গুণাগার দিতে হলে এখনই ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যায়।

ওদিকে গান্ধীর মডেল একেবারে বিপরীত মেরুতে। 'পল্লী উন্নয়ন' হল 'গান্ধীয়ান' মডেলের মূল প্রতিপাদ্য, তবে তা

১৯৩৬ সালের ২৫শে মার্চ রবিঠাকুর দিল্লী এসেছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের কুশীলবদের নিয়ে। সৌজন্য ঃ ইন্দ্রপ্রস্থ রবীন্দ্র-সংখ্যা

কীভাবে? কৃষি ওই হাল বলদ আর গোবর সারে। প্রত্যেকে দৈনিক এক ঘন্টা নিজে চরকা কাটবেন - নিজের কাপড় বুনবেন। সংস্কৃত কাব্য-নাটক বন্ধ, ওসব অশ্লীল, শেক্সপীয়ারের তো নামেই গণ্ডগোল, তবে, গান্ধীর দেশবাসীরা যে হারে সংখ্যায় বেড়েছেন, তাঁদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা কীভাবে হত এই মডেলে? বিঠলভাই পটেল বা সরোজিনী নাইডু থাকলে যুৎসই মন্তব্যটি ছুঁড়তেন, আমরা নগণ্য লোক যে! 'নেহরুভিয়ান' মডেল অনুসরণকারী দেশগুলির অর্থনীতি চলত সাবেক সোভিয়েত দেশের বদান্যতায়, 'গান্ধীয়ান' মডেল চালাতে গেলে হালে গান্ধীপ্রেমে মত্ত পশ্চিমী দেশগুলি হয়তো সমস্বরে বলে বসত, 'বাপুকে (ও তাঁর দেশবাসীকে) দরিদ্র রাখতে আমাদের যে কত খরচা করতে হয়!'

এবার হয়তো আপনারা বলবেন, ড্যাকরা অলপ্পেয়ে, মতলবটা কি? 'নেহরুভিয়ান' চলবে নি, 'গান্ধীয়ান' না না, হালের বিশ্বব্যাঙ্ক নরসিমহা-মনমোহন ও গণ্ডগোলের, তালে উপায়টা কি?

করজোড়ে নিবেদন করতে চাই,তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে খেয়াল রাখবেন, তাঁর প্রদর্শিত পথেই ভারত-অর্থনীতির সফল যাত্রা হতে পারত। বাঙালি অর্থনীতিবিদরাই তো ভারত-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ছিলেন, তাঁরা একবারও 'টেগোর মডেল'-এর কথা বললেন না কেন? নাকি তাঁরাও আদতে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র-সংস্কৃতির নেকু পৃষ্ঠপোষকদের মতো, যাঁরা হালে এলমহার্স্টকে দেওয়া রবীন্দ্র-ছবির নীলাম হবার খবরে গড়িয়াহাট মোড়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন রাখেন, 'এলমহার্স্টটা আবার কে? শ্রীনিকেতনে ছিল? তা একটা ভাল উৎসব চালু করে গেলে পারত — পৌষ মেলায় বড্ড ধুলো বাবা, আর দোলে গিয়ে গিয়ে বোর হয়ে গেলাম।'

'টেগোর মডেল' আসলে ভারতে গ্রাহ্য হওয়া মুশকিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক কবিতা লিখুন, রবীন্দ্রসদন-নন্দনে সুবেশা যুবতীদের দ্বারা গীত হওয়ার মতো মিষ্টি মিষ্টি গান রচনা করুন, এমন ভাবনায় রবি ব্যাঘাত ঘটান যখন ১৮৯৪তে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি লেখেন। গ্রামীণ ভারতের দুর্বল, মূক কণ্ঠগুলিতে বাণী দেবার আহ্বান শাসক ইংরেজ ও তাদের বন্ধু রাজনৈতিক দলকে সজাগ করবে না? তারপর ১৯০৮-এ 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'-তে সভাপতির অভিভাষণে যা বললেন, তার মধ্যে সমবায় প্রথায় চাষবাস, ধর্মগোলা, ঋণদান ইত্যাদি অভূতপূর্ব কথা তো বললেনই, রায়তদের দুঃখ-দুর্দশা এবং নিজে জমিদার হয়েও জমিদারদের অত্যাচার-শোষণ নিয়ে যা বললেন, তা তদানীন্তন ভূস্বামী-অধ্যুষিত কংগ্রেস-এর কর্ণধারদের পছন্দ হতে পারে? তবে, মনে রাখবেন, ১৯২০ নাগাদ 'সমবায়' প্রথার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কংগ্রেস-এর মধ্যেও মতৈক্য গড়ে ওঠে, ১৯২১-এ কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারেও 'এবার ফিরাও মোরে'-র প্রতিধ্বনি দেখা যায়। ১৯১৭-এর রাশিয়ার বিপ্লবের এক দশক আগে শোষিতের মুক্তির কথা যিনি বলেন, তাঁর অর্থনীতি-ভাবনা সমসাময়িকরা গ্রহণ করবেন কি, বুঝতে পারবেন কী করে? অবশ্যই, বঙ্কিমচন্দ্র বা অক্ষয় দত্ত আগে পল্লী উন্নয়নের কথা বলেছিলেন, কিন্তু, কিমাশ্চর্যম, 'গান্ধীয়ান' মডেল-এর উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন মডেল বুঝতেই পারলেন না।* ১৯০৮-এর এক চিঠিতে রবি তাঁর মডেল-এর গোড়ার কথা বলছেন এভাবে ঃ

'আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে - পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকার গ্রাম্যসমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'

বলা বাহুল্য, প্রজাপালক জমিদার হিসাবে নিজে সক্রিয়ভাবে পতিসরে গ্রাম-উন্নয়ন শুধু নয়, রবির অর্থনীতি ভাবনার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রামস্তরে আত্মশক্তি জাগরণ ব্যাপারটিই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এবং, নেহরুভিয়ান মডেল যে সোভিয়েত আদর্শে প্রণীত, তার সবচেয়ে বড় খামতির জায়গাটিই দূরদর্শী রবির চোখে ধরা পড়েছিল। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির অস্তিত্ব যে অসম্ভব, তা রাশিয়ার শাসকরা মানতে পারেননি বলেই তাঁদের অবশ্যম্ভাবী পতন কি অসামান্য প্রজ্ঞায় রবি ধরে ফেলেন, 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো।... ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না... এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভাল ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না।' কিউবার মহাসূর্য কি সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন? নাহলে একই সুরে কেন বলবেন, 'কিউবান মডেল ব্যর্থ, একনায়কতন্ত্র ব্যর্থ!' চাওসেস্কুদের নমুনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গান্ধীও তো পল্লী উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে

** পাবনার অভিভাষণ এবং ওই সমকালীন প্রবন্ধে রবির মডেল যা বলল, তা হুবহু আজকের পঞ্চায়েতি রাজ, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কথা।*

'গান্ধীয়ান' মডেলই যথেষ্ট নয় কেন? জিজ্ঞাসাও আসতে পারে। গান্ধীর উন্নত কৃষি, যন্ত্র ব্যবহার, বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বললেই হয়, আর চরকার উল্লেখ তো আগেই করেছি। রবীন্দ্রনাথ চরকার ব্যবহারে ব্যক্তিগত বোধবুদ্ধির বিকাশ লোপের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। আর, গান্ধীর 'অসহযোগ' ও 'স্বদেশী' আন্দোলনের আনুষঙ্গিক হিসাবে বোম্বাই-আমেদাবাদের মিল মালিকদের ফুলে-ফেঁপে ওঠা তাঁর নজর এড়ায় নি, 'বাংলাদেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তাহলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরকার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে' *(বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত, ১৩৩৮)*। এবং শিল্পায়ন ও যন্ত্র ব্যবহারের তিনি যে পক্ষপাতী ছিলেন, তা বোঝা যায় এই মন্তব্য থেকে ঃ 'আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকতে পারব' — বলা বাহুল্য এ মন্তব্য আজকের মুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারেরও মূলমন্ত্র। তার আগে 'গান্ধীয়ান' মডেল-এর সঙ্গে প্রধান পার্থক্য নিয়ে আরো দু'কথা জরুরী। 'টেগোর মডেল'-এর নিদর্শন হল শ্রীনিকেতন, শিলাইদহ-পতিসরে মহড়া চলেছিল রবীন্দ্রনাথের।* কৃষি-পশুপালন-ডেয়ারী-পোলট্রি বয়নশিল্প (যন্ত্রচালিত তাঁত সমেত), কারুশিল্প, কাষ্ঠ বা দারুশিল্প, চর্মশিল্প, বাটিক, ক্যালিকো, পটারি, মেশিন শপ — এত বিবিধ উদ্যোগ ভাবার ক্ষমতাই 'গান্ধীয়ান' মডেল-এর ছিল না। মনে রাখতে হবে, ১৯৩৪-এর বিহারের ভূমিকম্পকে 'অস্পৃশ্যতা জনিত পাপের ফল' মন্তব্য করে গান্ধী কুসংস্কার ছড়াবার দায়ে তীব্রভাবে অভিযুক্ত হন 'গুরুদেব'-এর বিজ্ঞানসম্মত বিচারধারায়।

এখানে ১৯০৬ সালে আধুনিক কৃষি-পশুপালন-এর পাঠ নেবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র - বন্ধুপুত্র-কনিষ্ঠ জামাতাকে 'ইলিনয়' পাঠাবার বিষয় নিয়ে বিশদ লেখা অপ্রয়োজনীয় মনে করছি। পাঠক অবগত আছেন। শুধু, মনে করিয়ে দেব তখন ভারতে কোন কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন কেন্দ্র ছিল না, কৃষিনীতি বা কৃষি আধিকারিক তো দূর স্থান। সেই পটভূমিকায় রবি কৃষিক্ষেত্রের উপর জ্ঞানের আলো ফেলবার কথা বলেছেন, সমবায় প্রথায় ট্র্যাক্টর-এর সাহায্যে চাষ করার কথা বলেছেন, রাশিয়ার সমবায়-প্রথা চালু হবার তিন দশক আগে। আর, পড়ুন জামাতাকে লেখা এই চিঠিটি - 'শিক্ষার বিষয় যেগুলি নির্বাচন করেছ সেগুলি ভালই হয়েছে। ... রথীকে পূর্বেই লিখেছি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি করতে হলে জলসেচ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা চাই।... তোমরাও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ। ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হলে মনে সান্ত্বনা পাব।' *(১২ কার্তিক, ১৩১৪)*। কিন্তু, এত অসাধারণ দূরদর্শী চিন্তাধারা দেশনায়কদের পছন্দ হল না। কীভাবে? 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী' যদিও বা কিছু ধোঁয়াশা, 'ঘরে বাইরে' — লিখে রবি স্বদেশীওয়ালাদের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন যে, দরিদ্র পঞ্চুর দোকান পুড়িয়ে বোম্বাইয়ের মিল মালিকদের বিক্রি বাড়ে, ইংরেজের চেয়ে ঢের বেশি লোকসান দরিদ্র সাধারণের — যারা চড়া দামে নিরেস দেশী কাপড় কিনতে বাধ্য হয়, এমন কথা লিখলে বণিকের দল রাগ করবে না? রাজনীতির রাশ তখনো তাদেরি হাতে ছিল।

এখন একটু বর্তমানে ফিরে জানাই, আজও ভারতে কৃষির প্রধান সমস্যা জলসেচ — যা রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা দেখছি। আজ দেশের প্রধান সমস্যা যা, তা হল ধনের অসম বন্টন — শহর ও গ্রামের মধ্যে নিরন্তর বেড়ে চলা বৈষম্য। শুধু বৃহৎ শিল্প আঁকড়ে থাকলে এমন হবে — শতবর্ষ আগে 'টেগোর মডেল' বলেছে, '...বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রী-পুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কীরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না।'

নিজে রাজশাহীর রেশম উদ্যোগ গড়ে, তার উৎপন্ন দ্রব্য নিজে ব্যবহার করে যিনি প্রকৃত স্বদেশী করেছেন, ধনের অসম বন্টন নিয়ে তাঁর মডেল বলছে, 'ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যেই এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল'। 'এর একটি মাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে ধন উৎপাদন করে তাহলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে।'

হে জীবনের ধ্রুবতারা, চিন্তার শতবর্ষে সাদরে গৃহীত হোক এই মডেল। ❑

**এ বিষয়ে বিশদ জানার জন্য ১৪১৭-র শারদীয়া দৈনিক স্টেটসম্যান-এ রানা ঘোষদস্তিদারের 'পল্লী সংগঠক রবীন্দ্রনাথ' পড়বার জন্য অনুরোধ করে রাখি।*

লেখক একজন কৃষিবিজ্ঞানী ও নিবন্ধকার